দৈনিক ইনকিলা[illegible]

তারিখ 16 FEB 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

ঢাকাঃ রবিবার, ২ ফাল্গুন, ১৩৯৩

শিক্ষিত বেকাররা সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুভার বোঝা

শেখ মুহম্মদ নূরুল ইসলাম

আমরা সবাই বলি এবং সেই সাথে স্বীকারও করি 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। শিক্ষাহীন জাতি মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতোই কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষাই শান্তি, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির শোপান। শিক্ষা ক্রম অগ্রসরমান মানব-সভ্যতার আলোকবর্তিকা। একজন নিরক্ষর ও অন্ধের মধ্যে পার্থক্য খুব সামান্যই। ধর্মগ্রন্থ এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে স্বয়ং স্রষ্টাও বার বার মানুষকে বিদ্যার্জনের জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণীই তো 'ইক্‌রা' অর্থ 'পড়'। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) নারী-পুরুষের জন্যে শিক্ষা গ্রহণ ফরজ বলে মন্তব্য করেছেন। কি ব্যবহারিক অঙ্গনে, কি আধ্যাত্মিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব তাই এক কথায় অপরিসীম। শিক্ষার সেই গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা বাংলাদেশীরাও নানা উপায়ে শিক্ষার্জনের চেষ্টা করি। তবে এ কথা সত্য, আমরা যতটুকু বিদ্যার্জন করি ততটুকু জ্ঞানার্জন করি না। যতখানি শিক্ষা লাভ করি ততখানি শিক্ষিত হই না। আর শিক্ষিত হলেও সুশিক্ষা পাই না। এই শিক্ষার মধ্যে যে যথেষ্ট গলদ রয়েছে, আমাদের তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নানারকম দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়াটাই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। শিক্ষার যে মৌল উদ্দেশ্য মনুষত্বের উদ্বোধন, সুপ্ত চেতনা জাগিয়ে তোলা, আত্মশক্তির বিকাশ সাধন, জাগতিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক জগতের সাথে পরিচিতি ঘটানো, ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে ঐক্যের সেতু গড়ে তুলে সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্রের সুদৃঢ়ঝ, ভিত্তিভূমি রচনা করা— আমাদের দেড়শ' বছরের পুরানো উপনিবেশবাদী শিক্ষা-ব্যবস্থা তা সফল করতে পারেনি।

ইংরেজ শাসকরা নিজেদের স্বার্থেই যে শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিলো বংশবদ এক শ্রেণীর কেরানী সৃষ্টি করা। আর তারা হবেন সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পিবাহক, পাহারাদার। এ কাজে তারা যথেষ্ট সফলকামও হয়েছিলেন। সেই যে পরাঙ্গমুখ মানসিকতা এ দেশের মানুষের মজ্জাগত হয়ে যায় যা এখন পর্যন্ত দূরীভূত হয়নি। মননে-মগজে দাসত্বে মনোভাব এখনো এদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইংরেজদের সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার সামান্য ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজো সেই কেরানী সৃষ্টির ধারাই অব্যাহত রেখেছে।

কিন্তু আমরা আর কেরানী চাই না। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা মানুষকে সৃজনশীল, সৎ কর্মীতে পরিণত করবে। আমরা এমন শিক্ষা চাই, যে শিক্ষা মানুষকে স্বকীয় শক্তি, চিন্তা ও সম্পদের ওপর আচ্ছন্নশীল করে মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এমন শিক্ষা-ব্যবস্থাই আমাদের কাম্য, যে শিক্ষা ব্যক্তিকে জাতীয় সত্তায় উজ্জীবিত করে আপন মাটি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও তার মানুষের স্বার্থে সম্পৃক্ত করে তুলবে।

পরিতাপের বিষয়, আমরা দু'-দু'বার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও উপনিবেশিক আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থার গোলক ধাঁধা থেকে বের হতে পারিনি। ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু কিছু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, বিশেষজ্ঞ যে না হচ্ছে তা নয়, তবে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি তাদের মন-মানসে, চিন্তা-চেতনায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। তারা নিজেদের সমাজের আলাদা জীব হিসেবে গণ্য করে গণ-মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মচিন্তা ও স্বার্থ সিদ্ধির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। পাছে কেতাদুরস্ত পোশাক-পরিচ্ছদে কালি, ধূলো, পানি-কাদা লাগে এই ভয়ে তাদের পক্ষে পূর্ণোদ্যোমে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বাস্তব অবস্থা দর্শন করেই অতীতের সরকারগুলো বার বার শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছেন। যুগোপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যে এদেশে অনেক কমিশন গঠিত হয়েছে। হাজার হাজার পৃষ্ঠার রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ এ ক্ষেত্রে আগ্রসর হওয়া গেছে খুব সামান্যই। কোনো অজ্ঞাতকারণে সবকিছু চাপা পড়ে গেছে।

উপনিবেশ আমলের বিদেশী শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের কি দিয়েছে, বিলম্বে হলেও তার লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশের একটা উদ্যম আমাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমরা প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, বিদেশী শিক্ষা আমাদেরকে যতখানি মুগ্ধ করেছে, চমৎকৃত করেছে, ততখানি মানুষ করেনি। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুদীর্ঘকাল পার হয়ে এসে আজ আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে, আমাদের শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগই কর্মহীন বেকার। এর ফলে জাতীয় অগ্রগতি পেছনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

শিক্ষার নামে এই আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আমাদের শিক্ষার এই বন্ধ্যাত্ব সম্বন্ধে বর্তমান সরকারও অচেতন নন বলেই মনে করি। প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাঁর একাধিক বক্তৃতায় বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের জনগণের চাহিদা ও প্রতিভার উপযোগী করে এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। দেশের প্রকৃত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোরও তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে বাস্তব অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে বা হবে সেটাই দেখার বিষয়। আমাদের শিক্ষিত বেকারদের সমস্যাটি সবদিক থেকেই দুর্ভাগ্যজনক। এর সাথে মিশে আছে যুবশক্তির অপচয়, তারুণ্যের হতাশা ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার মতো জটিল ও মারাত্মক বিষয়গুলো। শিক্ষিত যুবকেরা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পরিবর্তে হয়ে উঠে অবাঞ্ছিত বোঝাস্বরূপ। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কারণ, এ কথা সাধারণ বোধসম্পন্ন মানুষও আজ বুঝতে পারছেন যে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি মূলতঃ দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে জড়িত। 'প্রকৃত শিক্ষা' হলো সেই শিক্ষা, যার মাধ্যমে প্রতিটি লোক কর্মক্ষম, স্বনির্ভর ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠবে। এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে দেশে কি পরিমাণ সম্পদ আছে, সেই সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কোন বিভাগে কতজন শিক্ষিত মানুষ প্রয়োজন তাই হিসেব করে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা দরকার। প্রত্যেক উন্নত দেশেই শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের আগে ক'জন ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্রাফট, সুপারভাইজার, কেরানী, দক্ষ শ্রমিক, ডাক্তার, শিক্ষক, কৃষিবিদ প্রয়োজন তার হিসেব করা হয় এবং সেই নিরিখেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কারিকুলাম তৈরী করা হয়। ফলে যেসব দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে বেকারত্বের মর্ম জ্বালায় ভুগতে হয় না।

আমরাও চাই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হোক। সে শিক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের দেশ ও জনগণের প্রতি কর্তব্য জ্ঞানে বিশ্বস্ত করে তুলুক। বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও জাতীয় সত্তার অহংকার-অনুরাগে সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক তাদের দেহ-মন। আগামীতে আমরা এক সুন্দর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছি।

সেজন্য সর্বাগ্রে চাই গণ-শিক্ষার বিস্তার, সাধারণ শিক্ষার পরবির্তে কৃষি, শিল্প, কারিগরি, চিকিৎসা ও ব্যবসায় শিক্ষা দ্রুত প্রসার। মাধ্যমিক স্তর থেকেই পুঁথিগত বিদ্যার সাথে সাথে পর্যাপ্ত ব্যবহারিক শিক্ষায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা দরকার ছাত্র সমাজকে। যেন পাঠ শেষে স্বালম্বী ও আত্মনির্ভর হতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য, সাধারণ শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। কারণ, ধর্ম ছাড়া শিক্ষা মানুষকে বস্তুপূজারী, ভোগী, লোভী, ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। সেখানে মনুষত্বের বিকাশ ঘটা সুদূর পরাহত।

মাথাভারী শিক্ষা দিয়ে কোনো লাভ নেই। যে শিক্ষা সত্যিকার অর্থে দেশের কাজে আসবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও কর্মস্পৃহা জাগরিত করবে, সে শিক্ষাই আমাদের কাম্য। আমরা আশা করবো, সরকারের শিক্ষানীতি স্বাধীন সার্বভৌম একটি জাতির শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে তাকে কল্যাণের পথে, সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।